দৈঃ জনকণ্ঠ

তারিখ 18 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

27

উত্তরপত্রের সেটকোডের ভুলের কারণে ঢাকা ও যশোর বোর্ডে ফল বিপর্যয়

শরিফুজ্জামান পিন্টু

উত্তরপত্রের সেটকোডে ভুলের কারণে ঢাকা ও যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় ঘটেছে। শিক্ষাজীবনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্তরে নিজ ভুলের জন্য এ বিপর্যয়ের শিকার সাড়ে তিন সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী। এদের অধিকাংশই মেধাবী। স্কুল টেস্টে প্রথম বিভাগ বা স্টার নম্বর পাওয়া এসব ছাত্রছাত্রীর অবস্থান এখন ফেলের তালিকায়। ফেল ছাড়াও অসংখ্য মেধাবী ছাত্র উত্তরপত্রের কোড নম্বরে ভুলের কারণে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

গত বছর মানবিক কারণে এভুল বিশেষ বিবেচনায়

(শেষ পৃষ্ঠা ১ কঃ দেখুন)

উত্তরপত্রের

(প্রথম পাতার পর)

শোধরানোর সুযোগ দিয়েছিল বোর্ড কর্তৃপক্ষ। এ বছর পরীক্ষা শুরুর আগেই কোড নম্বরে ভুল ক্ষমা না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যার ফলে তরুণ শিক্ষার্থী ও তার পরিবারে নেমে এসেছে হতাশা। পত্রিকা অফিসে ভুক্তভোগীরা বার বার যোগাযোগ করছেন এ ভুল মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ দেয়ার জন্য। কোন কোন পরিবারে ফল প্রকাশিত হবার পর থেকে কান্নার রোল এখনও থামেনি।

জানা যায়, ভুক্তভোগী এসব ছাত্রছাত্রী নৈর্ব্যক্তিক অংশের উত্তরপত্রে সেটকোড বসাতে ভুলে গেছে। এই উত্তরপত্র কম্পিউটারে মূল্যায়ন করা হয়। দশটি পরীক্ষার যে কোন একটির উত্তরপত্রে সেটকোড বসাতে ভুলে গেলে সে পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়নি। যার ফলে দুই বোর্ডে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ছাত্রছাত্রী অন্যান্য বিষয়ে ভাল করেও এক বিষয়ে ফেল করেছে। এর মধ্যে তিন হাজার ঢাকা বোর্ডে ও প্রায় পাঁচ শ যশোর বোর্ডে।

এ ব্যাপারে শিক্ষক ও অভিভাবক মহলের বক্তব্য হচ্ছে—এসএসসি পরীক্ষার্থীরা বয়সে তরুণ। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ এ পরীক্ষার আগে তাদের মানসিক চাপ থাকে বেশি। তাই দশটি পরীক্ষার যে কোন একটিতে সেটকোড বসাতে ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাদের আরও বক্তব্য হচ্ছে—পরীক্ষার খাতা স্বাক্ষরের সময় সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের উচিত প্রত্যেক উত্তরপত্র মিলিয়ে দেখা। তাই ভুলের দায়দায়িত্ব সবটুকু শিক্ষার্থীর নয়, সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকেরও।

ফল বিপর্যয় সম্পর্কে কথা হয় যশোর বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মোহাম্মদ নাজিমউদ্দিনের সাথে। তিনি জানান, যশোর বোর্ডে এ ধরনের ভুলের সংখ্যা কম। তবে এ ভুল ক্ষমা করা যায় না। কারণ সেটকোড বসানোর বিষয়টি পরীক্ষার অংশ।

এদিকে রাজধানীর নামকরা স্কুলের অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রী ফেলের তালিকায় রয়েছে। হলিক্রস, ভিকারুন্নিসা নূন, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলসহ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে তাদের ফল বিপর্যয়ের কথা। হলিক্রস স্কুলের ছাত্রী শামসাদ জাহান স্কুল টেস্টে মানবিক বিভাগে ৭৪০ নম্বর পেলেও চূড়ান্ত পরীক্ষায় সে ফেল করেছে। জানা যায় ইসলামিয়াতের উত্তরপত্রে সে সেটকোড দেয়নি। একই ধরনের ভুল করেছে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুলের ছাত্র মোঃ ইমরান জামান খান। স্কুল টেস্টে সে বিজ্ঞানে ৭৮৫ নম্বর পেয়েছিল। মিরপুর বাংলা স্কুলের ছাত্র মাসুদ স্কুল টেস্টে ৮৮০ নম্বর পেলেও তার নাম এখন ফেলের তালিকায়। এভাবে কোড নম্বরে ভুলের কারণে ফেলের তালিকায় সাড়ে তিন সহস্রাধিক পরীক্ষার্থীর নাম ঠাঁই পেয়েছে।